بسم الله الرحمن الرحيم

লণ্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৫ অক্টোবর, ২০০৪ মোতাবেক ১৫ ইখা, ১৩৮৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ*

এ আয়াতগুলোর অনুবাদ হল, **"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের ওপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হল, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর এটি বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল যেন তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করতে পার। (ফরয রোযা) নির্দিষ্ট দিনগুলোতে, কিন্তু তোমাদের মাঝে কেউ যদি অসুস্থ্য হয় তবে তাকে অন্য সময় এই সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে এবং যাদের পক্ষে এটি (রোযা রাখা) সাধ্যতীত, তাদের ওপর ফিদিয়া– একজন মিসকীনকে আহার দান করা। অতএব, যে কেউ স্বেচ্ছায় পুণ্যকর্ম করবে, তা অবশ্য তার জন্য উত্তম হবে। বস্তুত রোযা রাখা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে। রমযান সেই মাস যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে যা মানবজাতির জন্য হিদায়াত স্বরূপ এবং হিদায়াত ও ফুরকান (সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী) বিষয়ক সুস্পষ্ট প্রমাণাদিস্বরূপ। তোমাদের মাঝে যে কেউ এই মাস পায়, সে যেন এই মাসে রোযা রাখে; কিন্তু যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা সফরে থাকে তাহলে অন্য দিনে (তাকে) এই গণনা পূর্ণ করতে হবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না এবং তোমরা যেন গণনা পূর্ণ কর এবং আল্লাহ্র মহিমা কীর্তন কর এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত দিয়েছেন এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"** (সূরা আল্ বাকারা : ১৮৪-১৮৬)

আগামীকাল থেকে রমযান শুরু হচ্ছে, ইনশাআল্লাহ্। কোন কোন স্থানে শুরু হয়ে গিয়েছে। আমি শুনেছি, এখানেও কেউ কেউ রোযা রাখা শুরু করে দিয়েছেন। যাহোক, এই মাস মু'মিনদের জন্য, আল্লাহ্ তা'লার আদেশ পালনকারীদের জন্য অপরিসীম কল্যাণরাজি বয়ে আনার পাশাপাশি শয়তানের জন্য অথবা শয়তান স্বভাবী মানুষের জন্য কষ্টের মাসেও পরিণত হয়ে যায় কারণ একটি

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, শয়তানকে এ মাসে শিকলাবদ্ধ করা হয়। কেননা, মু'মিন এ মাসে যখন বেশি বেশি তাক্ওয়ার পথে চলার চেষ্টা করে আর শয়তানের খপ্পর থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করে তখন এটিই শয়তানের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে যায়। আর শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করার অর্থ হল, যখন খোদার এক বান্দা খোদার খাতিরে সর্বপ্রকার বৈধ জিনিস থেকেও নিজেকে বিরত রাখে তাহলে শয়তান যেসব অবৈধ জিনিসের প্রতি বিভিন্ন সময়ে তার মনে কুপ্ররোচনা সঞ্চার করে সেক্ষেত্রে এগুলো থেকে নিরাপদ থাকার জন্য কত চেষ্টা করবে! অন্যথায় যারা দৃঢ় ঈমানের অধিকারী নয়, যাদের হৃদয়ে রমযান মাসেও রমযানের প্রতি সম্মান সৃষ্টি হয় না, তারা তো রমযানেও ষোলআনা শয়তানের নিয়ন্ত্রণে থাকে। তারা তো রমযানেও আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত থেকে উদাসীন থাকে। তারা তো রমযান মাসেও মানুষের অধিকার হরণের জন্য প্রস্তুত থাকে আর সুযোগ পেলে মানুষের অধিকার খর্ব করে, বিভিন্ন কষ্ট দেয়।

মোটকথা, রমযান তাদের জন্য কল্যাণমণ্ডিত মাস যারা একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করতে চায় এবং ইবাদত করে। এটি তাদের জন্য কল্যাণময় মাস যারা আল্লাহ্ তা'লার আদেশসমূহ পালন করে প্রতিটি সৎকর্ম করার চেষ্টা করে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্দেশ পালন করে। আর প্রত্যেক সেই মন্দকর্ম পরিহার করে যা আল্লাহ্ তা'লা বর্জন করার আদেশ দিয়েছেন। বরং কোন কোন বৈধ জিনিসও নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য বর্জন করে কেননা, আল্লাহ্ তা'লা এগুলো বর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, রোযা ফরয হওয়ার এবং কোন কোন জিনিষ বর্জনের কারণ হল, তোমরা যেন তাকওয়ায় উন্নতি কর। আর তাক্ওয়া কি? তাকওয়া হল, পাপকর্ম থেকে মুক্ত থাকো, পাপকর্ম থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা কর আর যেভাবে কোন ঢালের আড়ালে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করা হয় সেভাবে আত্মরক্ষা কর। আর মানুষ যখন কোন কিছুর আড়ালে লুকিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে তখন তার মাঝে একটি ভয়ও বিরাজ করে। যে আক্রমণ থেকে সে বাঁচার চেষ্টা করছে সেই আক্রমণের ভয়ে সে পিছনে লুকায়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, রোযা রাখো আর রোযা রাখার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে রোযা রাখো, তবেই তাক্ওয়ায় উন্নতি সাধন করবে। অন্যথায় একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, খোদা তা'লার তোমাদেরকে অভুক্ত রাখার কোন ইচ্ছে নেই, কোন প্রয়োজনও নেই। আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, তুমি যেসব অপরাধ ও পাপ করেছ তার মন্দ পরিণাম থেকে তোমাদের বাঁচার জন্য আমি একটি উপায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা একনিষ্ঠ হয়ে পুনরায় আমার পানে আসো। আর এই রোযাগুলোতে, রমযানে রোযা রাখার দায়িত্ব পালন করে আমার খাতিরে তুমি বৈধ বস্তুসমূহও পরিহার কর আর তোমার এই প্রচেষ্টার কারণে আমিও তোমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি দিই এবং শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করি, যেন তুমি যে-ই ভয়ে রোযা রাখো আর রোযা রেখে এই ঢালের আড়ালে অবস্থান গ্রহণ কর, তাক্ওয়া অবলম্বন কর যেন এর ফলে তুমি নিরাপদ থাক আর শয়তান তোমার কোন ক্ষতি করতে না পারে। কাজেই (আল্লাহ্ তা'লা) বলেছেন, এই যে তাক্ওয়া, এই যে ঢাল, আর শয়তানের আক্রমণ ও পাপকর্ম

থেকে আত্মরক্ষার যে প্রচেষ্টা এগুলো তোমার রোযা রাখার কারণে তোমার সুরক্ষা করছে। কাজেই, এক প্রকার সংগ্রাম করে তুমি যখন এই নিরাপত্তা-দুর্গে প্রবেশ করেছ তাই এখন এর অভ্যন্তরে থাকার চেষ্টাও করতে হবে। এখন এই দুর্গকে, এই তাক্ওয়াকে আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলী পালনের মাধ্যমে উত্তরোত্তর সুদৃঢ় করতে হবে। আর আগে থেকেই যারা পূণ্যকর্মে প্রতিষ্ঠিত তারা রোযার বদৌলতে তাক্ওয়ার আরো উন্নত মান অর্জন করতে থাকে আর উন্নতি করতে করতে আল্লাহ্ তা'লার পরম নৈকট্য অর্জনকারী হতে থাকে।

এটি স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, কিছু সময়ের জন্য পানাহার থেকে বিরত থাকলেই তাক্ওয়ার উন্নত মান প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে– শুধুমাত্র এটিই রোযা নয়। যেমনটি আমি বলেছি, রোযার পাশাপাশি অনেক মন্দকর্মও বর্জন করতে হবে আর আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতও পূর্বের চেয়ে বেশি করতে হবে; তবেই তাক্ওয়া অর্জিত হবে এবং উন্নতিও হবে।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"রোযার তাৎপর্য সম্পর্কেও মানুষ অনবহিত। আসল কথা হল, মানুষের যে দেশে যায় নি এবং যে জগতের জ্ঞান রাখে না তার অবস্থা (সে) কীভাবে বর্ণনা করবে? কেবল মানুষের ক্ষুৎপিপাসার্ত থাকার নামই রোযা নয় বরং এর একটি মর্ম এবং এর প্রভাব রয়েছে যা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা যায়। মানবস্বভাবে রয়েছে, আহার যত কম করে ততটাই আত্মশুদ্ধি হয় আর দিব্য-দর্শনের শক্তি বৃদ্ধি পায়। এর দ্বারা খোদা তা'লার অভিপ্রায় হল, একটি আহারকে কমিয়ে অন্যটি বৃদ্ধি কর। রোযাদারকে সর্বদা এটি দৃষ্টিপটে রাখতে হবে যে, নিছক অভুক্ত থাকাই এর (রোযা) উদ্দেশ্য নয় বরং তার কর্তব্য হল, সে যেন খোদা তা'লার স্মরণে ব্যাপৃত থাকে যেন তাবাত্তুল আর ইনিকতা' অর্জিত হয়।"** অর্থাৎ, খোদা তা'লার সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ার আকর্ষণ সৃষ্টি হয় আর জগত-বিমুখত সৃষ্টি হয় এবং পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। **"অতএব, রোযার অর্থই হল, মানুষ এক আহারকে পরিত্যাগ করে যা দেহের লালন-পালন করে, অন্য আহার গ্রহণ করে যা আত্মিক প্রশান্তি এবং পরিতৃপ্তির কারণ হয়। আর যারা শুধুমাত্র খোদা তা'লার জন্য রোযা রাখে আর নিছক প্রথাগতভাবে রোযা রাখে না তাদের উচিত তারা যেন আল্লাহ্ তা'লা মহিমা কীর্তন, প্রশংসা এবং তাঁর গুণগানে রত থাকে।"** অর্থাৎ মহিমা ও গুণগান করুন আর আল্লাহ্ তা'লা শ্রেষ্ঠত্বও ঘোষণা করুন এবং তাঁকেই সকল শক্তির আধার জ্ঞান করুন। **"যার মাধ্যমে অপর আহারটি তাদের লাভ হবে।" (মলফূযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০২, ১৭ জানুয়ারি, ১৯০৭)**

তিনি (আ.) বলেন, তোমরা তখনই রোযার কল্যাণ লাভ করবে যখন দৈহিক আহার হ্রাস করে আধ্যাত্মিক আহার বৃদ্ধি করবে। কেবলমাত্র সীমাহীন জাগতিক ব্যস্ততার পেছনে ছুটো না। রোযা রাখার জন্য ভোরবেলা সেহ্রী খেলে অতঃপর দিনভর জাগতিক কাজকর্মে ও ব্যস্ততায় ডুবে রইলে; নতুবা জগতপূজারীরাও স্বাস্থ্য সচেতনতায় বা ফ্যাশনের কারণে খোরাক কমিয়ে দেয়। খোরাক হ্রাস করা তোমাদের দৈহিক সৌন্দর্য বা স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশ্যে না হয়ে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যেন

হয়। আর এই সন্তুষ্টি তখনই লাভ হবে যখন পূর্বের তুলনায় আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক নিবিড় হবে। তাঁর প্রশংসা ও তাঁকে যাবতীয় ক্ষমতার আধার জ্ঞান করে তাঁর সমীপে অধিক বিনত হবে। তবেই, রোযা শয়তান থেকেও নিরাপদ রাখবে এবং তাক্ওয়ায়ও সমৃদ্ধ করবে। নতুবা যেমনটি আমি বলেছি, এমন অনেক মানুষ আছে, মুসলমানদের মাঝেও এমন মানুষ আছে যাদের শয়তান অবাধে ঘুরে বেড়ায়। তাদেরকে শৃঙ্খলিত করা যায় না কারণ তারা তাক্ওয়া অর্জনের চেষ্টা করে না আর তাদের কোন ভয়ডরও নেই।

তারপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তাক্ওয়ার মান অর্জনের লক্ষ্যে, পূণ্যকর্মে উন্নতি করার জন্য এবং শয়তানের খপ্পর থেকে মুক্ত থাকার জন্য এই যে প্রশিক্ষণ শিবির, এটি এত দীর্ঘকাল ব্যাপী নয় যে, তোমরা একথা ভেবে অস্থির হয়ে পড়বে যে, এতদিন আমরা কীভাবে ক্ষুতপিপাসার্ত থাকব। (আল্লাহ্ তা'লা) বলেন, বছরের কয়েকটি দিনই তো মাত্র। বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে কেবল ২৯ বা ৩০ দিনই তো মাত্র। শয়তানের (আক্রমন) থেকে নিরাপদ থাকতে চাইলে এতটুকু ত্যাগস্বীকার তো করতেই হবে। আর কেবল শয়তান থেকেই মুক্ত থাকবে না বরং আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার সন্তুষ্টিও অর্জন কর। যদি আকাঙ্ক্ষা থাকে আর তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভ করতে চাও তাহলে আমার নৈকট্য অর্জনকারী হও। (আল্লাহ্) বলেন, যারা অসুস্থ অথবা ভ্রমণরত; কেননা অসুখ-বিসুখও মানুষের জীবনে লেগেই থাকে, বাধ্য হয়ে সফরও করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে যেসব রোযা ভাঙ্গা পড়ে সেগুলো পরবর্তীতে পূর্ণ কর। এই অবকাশও আল্লাহ্ তা'লা এজন্য দিয়েছেন যে, তিনি (আল্লাহ্) বলেন, যেহেতু আমার পানে আসার জন্য, আমার সাথে সম্পর্ক নিবিড় করার জন্য একটি চেষ্টা করছ, সংগ্রাম ও সাধনা করছ; তাই আমি তোমাদের কিছু প্রকৃতিগত ও বিশেষ অপারগতার কারণে তোমাদেরকে এই অবকাশ দিয়েছি যেন বছরের অন্য কোন সময়ে ভাঙ্গতি রোযাগুলো পূর্ণ করতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের এই প্রচেষ্টার মূল্যায়ন করে আমি তোমাদেরকে এই অবকাশ দিচ্ছি; যা তোমরা অবশিষ্ট দিনগুলোতে নিজেদের কষ্টে নিপতিত করে, আমার খাতিরে– আমার নৈকট্য লাভের জন্য করছ। (আল্লাহ্) বলেন, যেহেতু তোমার সব কাজকর্ম আমার উদ্দেশ্যে নিবেদিত তাই যদি তুমি সাময়িকভাবে রোগাক্রান্ত হও অথবা ভ্রমণ বা অন্য কোন অপারগতার কারণে কতক রোযা ভাঙ্গা পড়ে আর আর্থিকভাবে সচ্ছল হও; তবে ফিদিয়া দিয়ে দাও– এটি বাড়তি পুণ্য। আর পরবর্তীতে বছরের অন্য সময়ে রোযাগুলোও রেখে নাও। আর যারা চিররোগী, উদাহরণস্বরূপ স্তন্যপান করানো নারী অথবা যারা সন্তান প্রসব করবেন, তারা যেহেতু রোযা রাখতে পারেন না; তাই এমন রোগীদের জন্য নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী ফিদিয়া দিতে হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, **"ফিদিয়া তো শুধুমাত্র অক্ষম বৃদ্ধ বা তাদের মত লোকদের জন্য হতে পারে, যারা আদৌ রোযা রাখার শক্তি রাখে না। কিন্তু সাধারণ**

লোকদের ক্ষেত্রে যারা আরোগ্য লাভ করে রোযা রাখতে সমর্থ হয় (তাদের জন্য) কেবল (অবৈধকে) বৈধকরণের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়।" (মলফূযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩২২, ২৪ অক্টোবর, ১৯০৭)

অর্থাৎ, এমন একটি অনুমতি বা সুযোগের দ্বার খুলে যাবে আর প্রত্যেকে যে যার মত মনগড়া ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে 'স্রেফ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন এর অর্থ হল, যারা পরবর্তীতে রোযা রাখার সামর্থ্য লাভ করবে তারা যদি ফিদিয়া দেয় তাহলে এটি বাড়তি পুণ্য। পরবর্তীতে (ভাঙ্গতি) রোযাও পূর্ণ করল আর ফিদিয়াও দিয়ে দিল। আর যারা (রোযা) রাখতেই পারবে না এবং রাখার শক্তি রাখে না তাদের জন্য ফিদিয়া প্রদেয়। কারণ ফিদিয়া কীভাবে প্রদেয়– এ সম্পর্কে বিভিন্ন তফসীরকারক ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'যারা (রোযা) সামর্থ্য রাখে তারাও যেন ফিদিয়া দিয়ে দেয় আর যারা সাময়িক অসুস্থ্য তারাও'**।

তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, **"وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ একবার আমার হৃদয়ে প্রশ্নোদয় হল, ফিদিয়া নির্ধারণের কারণ কি? তখন জানতে পারলাম, এটি সামর্থ্য লাভের উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ, এর মাধ্যমে যেন রোযা রাখার সামর্থ্য অর্জিত হয়। খোদা তা'লার পবিত্র সত্তাই শক্তি যুগিয়ে থাকে, তাই সবকিছু আল্লাহ্ তা'লা কাছেই চাওয়া উচিত। খোদা তা'লা সর্বশক্তির আধার। তিনি চাইলে একজন যক্ষ্মা-রোগীকেও রোযা রাখার সামর্থ্য দিতে পারেন। ফিদিয়ার উদ্দেশ্যই হল, সেই শক্তি লাভ করা আর এটি খোদার কৃপায়-ই লাভ হয়। অতএব, আমার মতে (মানুষ) এভাবে দোয়া করলে খুব ভালো হয়, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! এটি তোমার আশিসপূর্ণ একটি মাস, অথচ আমি এ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। জানি না, আগামী বছর বাঁচব কিনা কিংবা বাদ পড়া রোযাগুলো রাখতে পারব কি না? তাঁর কাছে যদি এভাবে শক্তি যাচনা করে তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এমন হৃদয়ের অধিকারীকে খোদা তা'লা শক্তি দান করবেন"**। (মলফূযাত ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৬৩, আল্ বদর, ১২ ডিসেম্বর, ১৯০২)

তিনি (আ.) বলেন, রোযা রাখার ক্ষেত্রে যাদের সাময়িক অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে তারা যদি ফিদিয়া দিয়ে দেয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা এর কল্যাণেই সামর্থ্যও দান করতে পারেন। ফিদিয়া দেয়ার পাশাপাশি দোয়াও করুন।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, **"আসল কথা হল, পবিত্র কুরআন প্রদত্ত অবকাশের ওপরে আমল করাও তাক্ওয়া। খোদা তা'লা মুসাফির ও রোগীকে অন্য সময় (রোযা) রাখার অনুমতি এবং অবকাশ দান করেছেন। কাজেই, এই আদেশও পালন করা উচিত। আমি পড়েছি, অধিকাংশ পুণ্যবানই বলেছেন, যারা ভ্রমনকালে অথবা অসুস্থাবস্থায় রোযা রাখে; তারা পাপ করে। কেননা, মূল উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন, নিজের ইচ্ছা নয়। আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি আনুগত্যের মাঝে নিহিত। তিনি যে আদেশ দেন তার আনুগত্য করা এবং নিজের পক্ষ থেকে এতে অতিরঞ্জন করবে না।"** অর্থাৎ, এর যেন (মনগড়া) ব্যাখ্যা করা না হয়। **"তিনি তো এই আদেশই দিয়েছেন যে, فَمَنْ كَانَ**

مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (সূরা আল্ বাকারা : ১৮৫)। **এখানে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নির্ধারণ করা হয়নি যে, এত (দীর্ঘ) সফর হতে হবে অথবা এমন অসুস্থ্যতা হতে হবে।"** তিনি (আ.) বলেন, **"আমি সফরে রোযা রাখি না; আর একইভাবে অসুস্থ্যাবস্থায় (রোযা) রাখি না। অতএব, আজও আমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না তাই আমি রোযা রাখি নি।"** (মলফূযাত ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৭-৬৮, আল্ হাকাম, ৩১ জানুয়ারি, ১৯০৭)

তারপর তিনি (আ.) বলেন, **"যে ব্যক্তি অসুস্থ্য ও মুসাফির অবস্থায় রমযান মাসে রোযা রাখে সে খোদা তা'লার সুস্পষ্ট আদেশ লঙ্ঘন করে। খোদা তা'লা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন, অসুস্থ্য এবং মুসাফির রোযা রাখবে না। রোগী আরোগ্য লাভ করে এবং (মুসাফির) সফর শেষ হওয়ার পর রোযা রাখবে। খোদা তা'লার এই আদেশ পালন করা উচিত। কেননা, আমলের জোর দেখিয়ে কেউ মুক্তি লাভ করতে পারে না বরং (ঐশী) অনুগ্রহের ফলেই মুক্তি লাভ হয়। খোদা তা'লা একথা বলেন নি যে, অসুখ সামান্য বা গুরুতর আর সফর স্বল্প বা দীর্ঘ হলে; বরং সর্বজনীন আদেশ এবং এর ওপর আমল করা উচিত। রোগী এবং মুসাফির ব্যক্তি যদি রোযা রাখে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আদেশ লঙ্ঘনের ফতওয়া কার্যকর হবে।" (মলফূযাত ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩২১, বদর, ১৭ অক্টোবর, ১৯০৭)**

কোন কোন মানুষ এমনও আছে যারা নিজের ওপর প্রয়োজনাতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে নেয় বা চাপানোর চেষ্টা করে আর বলে, বর্তমান যুগের সফর কোন সফরই নয়; তাই রোযা রাখা বৈধ। তিনি (আ.) এটিই স্পষ্ট করেছেন, জোরপূর্বক নিজেকে কষ্টে নিপতিত করা পুণ্য নয় বরং পুণ্য হল; আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধ পালন করা এবং নিজের পক্ষ থেকে মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ না করা। স্পষ্ট আদেশ পালন করা উচিত। আর এটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট আদেশ যে, রোগী এবং মুসাফির (ভ্রমণকারী) ব্যক্তি রোযা রাখবে না। প্রকৃতপক্ষে আমল করাতেই কল্যাণ নিহিত, জোরপূর্বক আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্টি করার চেষ্টায় নয়।

একটি বর্ণনায় এসেছে, "হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে রমযান মাসে সফরে রোযা এবং নামাযের বিষয়ে করণীয় জানতে চান। উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, রমযান মাসে সফরে থাকলে রোযা রেখো না। তখন সেই লোকটি বলল, হে আল্লাহ্র রসূল! আমি রোযা রাখার শক্তি রাখি। মহানবী (সা.) তাকে বলেন, انت اقوى ام الله। অর্থাৎ, তুমি বেশি শক্তিশালী না আল্লাহ্? নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা আমার উম্মতের অসুস্থ্য ও মুসাফিরদের জন্য রমযান মাসে সফরকালে সদকাস্বরূপ রোযা না রাখার অবকাশ প্রদান করেছেন। তোমাদের কেউ সদকা সদকাস্বরূপ প্রদত্ত কোন বস্তু প্রদানকারীকে ফিরিয়ে দেয়া পছন্দ করবে কি?" (আল মুসান্নিফ লিল হাফিযীল কাবীরি আবী বাকরিন আব্দির রাযযাকিবনি হাম্মামিস্ সানআ'নী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৬৫ বাবুস সিয়ামু ফীস্ সাফারি)
কাজেই এটি তো আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সদকা হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, এই মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে যা একটি পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ শরীয়তগ্রন্থ। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত জীব্রাঈল (আ.) প্রতি বছর যতটুকু কুরআন অবতীর্ণ হতো রমযান মাসে তা পুনরাবৃত্তি করাতেন। আর মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পূর্বের রমযান মাসে দু'বার পুনরাবৃত্তি করানো হয়েছিল। তিনি বলেন, এখানে এক মহান নির্দেশনা রয়েছে। তাই তুমিও এই মাসে এটি অভিনিবেশ সহকারে পড়। এমনিতে তো পড়তেই হবে কিন্তু এই মাসে বিশেষভাবে এর প্রতি মনোযোগ দাও, এর তিলাওয়াত কর; এর অনুবাদ পাঠ কর। আর যেখানে যেখানে দরসের ব্যবস্থা রয়েছে সেখানকার লোকেরা দরস শুনুন। কেননা, সবাই সব বিষয় জানে না। তাই (এরফলে) তোমাদের কুরআনের গভীর জ্ঞান, বুৎপত্তি, বোধ ও উপলব্ধি অর্জিত হবে। আর যাবতীয় বিষয় ও সকল আদেশ-নিষেধ সুস্পষ্ট হবে যেগুলো তোমরা জীবনের অংশে পরিণত করতে পারবে। দ্বিতীয় আয়াতেও পুনর্বার গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, রোযা রাখ; মুসাফির ও অসুস্থরা এদিনগুলোতে রোযা রাখবে না বরং পরবর্তীতে (গণনা) পূর্ণ করবে। আর ঐশী কৃপারাজির এবং তোমাদের প্রতি যেসব অনুগ্রহ করা হয়েছে তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে বিনত হও। তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হও এবং এই কৃতজ্ঞতাও তোমাদেরকে পুণ্যকর্ম ও তাকওয়ায় সমৃদ্ধ করবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "**شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ** (সূরা আল্ বাকারা: ১৮৬) **এই আয়াতের মাধ্যমে রমযান মাসের মাহাত্ম্য অনুধাবন করা যায়। সূফীরা লিখেছেন, এই মাস হৃদয়কে জ্যোতির্মণ্ডিত করার জন্য মোক্ষম মাস। এই মাসে ব্যাপকহারে কাশ্ফ (বা দিব্যদর্শন) লাভ হয়। নামায হৃদয়কে পবিত্র করে আর রোযা হৃদয়কে জ্যোতির্ময় করে। তাযকিয়ায়ে নফ্স বা হৃদয়ের পবিত্রতা বলতে নফসে আম্মারার কুপ্রবৃত্তি থেকে দূরত্ব সৃষ্টিকে বুঝায়।**" নফসে আম্মারা হল, মন্দকর্মের প্রতি প্ররোচনা প্রদানকারী নফস; এটি থেকে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। **"আর হৃদয়ের জ্যোতির্মণ্ডিত হওয়ার অর্থ হল, খোদা দর্শনের জন্য তার প্রতি কাশফের দ্বার উন্মুক্ত হওয়া।"** **(মলফূযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৬১-৫৬২, আল্ বদর, ১২ ডিসেম্বর, ১৯০২)**

তিনি (আ.) বলেছেন, অতএব রোযা রাখা, কুরআন পাঠ এবং ইবাদত করার মাধ্যমে হৃদয় আলোকিত হয়। আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে; নামায নফ্স (বা আত্মাকে) পবিত্র করে। এই দিনগুলোতে নামাযের প্রতিও বিশেষভাবে মনোযোগ দাও যাতে হৃদয় আরো বেশি পবিত্র হয়। আর রোযার ফলে হৃদয় জ্যোতির্মণ্ডিত হয়। (তিনি (আ.) বলেন) যে, আল্লাহ্ তা'লার সাথে এমন নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টি হয় যেন খোদা তা'লাকে (চাক্ষুস) দেখতে পাচ্ছে।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছে, **"আল্লাহ্ তা'লা বলেন, রোযা ছাড়া আদম সন্তানের প্রতিটি আমল বা কর্ম তার নিজের জন্য।**

রোযা কেবল আমার জন্যই রাখা হয় তাই আমিই এর প্রতিদান দিব, আর রোযা ঢালস্বরূপ। তোমাদের মাঝে যে রোযাদার সে যেন অশ্লীল কথাবার্তা না বলে এবং গালিগালাজ না করে আর যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা তার সাথে ঝগড়া করে তবে উত্তরে তার শুধুমাত্র এই কথা বলা উচিত যে, আমি রোযাদার। সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রাণ! রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্ তা'লার কাছে কস্তুরী (অর্থাৎ, মৃগনাভি থেকে প্রস্তুতকৃত সুগন্ধীর) চেয়েও অধিক পবিত্র। রোযাদারের জন্য দু'টি খুশি রয়েছে যা তাকে আনন্দিত করে। প্রথমতঃ যখন সে রোযা খোলে তখন আনন্দিত হয়। আর দ্বিতীয়তঃ যখন সে তার প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন সে তার রোযার কারণে আনন্দিত হবে।" (বুখারী, কিতাবুস সওম, বাবু ফাযলুস সওম)

কাজেই, এই হাদীসে যেকথা বর্ণিত হয়েছে তা হল, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, রোযা আমার জন্য রাখা হয়। অতএব, যে কাজ আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে করা হয় তাতে (কোন) পার্থিব সংমিশ্রণ থাকতে পারে না। আর যে কাজ আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে করা হয়, জনসমক্ষে তার প্রকাশ কিংবা তাদের কাছ থেকে প্রশংসা কুড়ানোর জন্য করা হয় না বরং পুণ্যকর্ম গোপন রাখার চেষ্টা করা হয়। আর সে যখন লোকচক্ষুর আড়ালে পুণ্যকর্ম করে তখন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি (স্বয়ং) তার প্রতিদান হয়ে যাই। তারপর বলেছেন, **রোযা ঢাল স্বরূপ**। সুরক্ষার এমন এক সুদৃঢ় মাধ্যম যার পেছনে আশ্রয় নিয়ে তুমি শয়তানের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পার, আর রোযার পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত আর যাবতীয় মন্দকর্ম এবং ঝগড়া বিবাদ থেকে মুক্ত থাকার মাধ্যমেই এটি সম্ভব। এমনকি তোমাকে কেউ গালি দিলেও তুমি রাগান্বিত হবে না; ক্রোধে অগ্নিশর্মা হবে না বরং বলবে, আমি রোযাদার। রমযানে প্রত্যেক আহমদী যদি এই অঙ্গীকার করে যে, প্রতিটি পর্যায়ে ঘরে-বাইরে, সমাজে, বন্ধুবান্ধবের সাথেও (এই শিক্ষা) মোতাবেক আমল করবে, তাহলে এই একটি বিষয় অর্থাৎ, গালির উত্তর দিবে না, ঝগড়া-বিবাদ করবে না, তাহলে আমি মনে করি আমাদের সমাজের অর্ধেকের চেয়ে বেশি ঝগড়া-বিবাদ দূর হতে পারে। তাহলে এমন লোকেরা আনন্দ লাভ করবে, এর পাশাপাশি সবচেয়ে বড় আনন্দের বিষয় হল, তিনি (সা.) বলেন, সে এই রোযার কল্যাণে স্বীয় প্রভুর নৈকট্য লাভ করবে। কাজেই এটিও স্পষ্ট হয়ে গেল, রোযার পর এই আমল অব্যাহত থাকলে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যও লাভ হবে এবং হতে থাকবে; অন্যথায় এটি ক্ষণিকের বিষয় মাত্র। আল্লাহ্ তা'লা তো একথা বলেন নি যে, রমযান মাসে আমার নৈকট্য অর্জন কর এরপর যা খুশি করতে থাক বরং যেসব পুণ্য অবলম্বন কর সেগুলোকে নিজের জীবনের চিরস্থায়ী অংশ বানিয়ে নাও।

হযরত ইবনে উমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **"আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে আমল বা কর্মের অবস্থা সাত প্রকার। দু'টি আমল এমন যা করার ফলে দু'টি বিষয় ওয়াজিব হয় আর দু'টি আমল এমন যার প্রতিদান সেগুলোর সমানই হয়ে থাকে। আর একটি আমল বা কর্ম**

এমন, যার প্রতিদান দশগুণ। আর একটি আমল এমন, যার প্রতিদান সাতশ' গুণ। আর এমন একটি আমল রয়েছে, যা সম্পাদন করার প্রতিদান আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া আর কেউ জানে না।"

যে আমলের ফলে দু'টি বিষয় ওয়াজিব বা আবশ্যক হয়ে যায় তা হল, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার সাথে একনিষ্ঠভাবে ইবাদতরত অবস্থায় এবং কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক না করা অবস্থায় সাক্ষাৎ করে তখন তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার সাথে কাউকে শরীক করা অবস্থায় সাক্ষাৎ করে তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যে (যতটুকু) মন্দকর্ম করবে সে ততটুকুই শাস্তি পাবে। আর যে (ব্যক্তি) পূণ্যকর্ম করার সংকল্প করলেও তা করতে সক্ষম না হয় তাহলে সে সৎকর্মশীল ব্যক্তির সমান প্রতিদান পাবে। আর যে সৎকর্ম করে সে দশগুণ প্রতিদান লাভ করবে। আর যে (ব্যক্তি) আল্লাহ্র রাস্তায় নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে তার ব্যয়কৃত দেরহাম ও দিনার (অর্থাৎ সম্পদ) সাতশ' গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। তিনি আরও বলেন, রোযা এমন একটি আমল যা মহাসম্মানিত ও প্রতাপান্বিত খোদার খাতিরে করা হয় আর রোযাদারের প্রতিদান শুধুমাত্র মহাসম্মানিত ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ্ তা'লাই জানেন। **(আত্তারগীব ওয়াত্ তারহীব, কিতাবুস সওম, আত্তারগীব ফীস সওমি মুতলাকান ..)**

যেমনটি অন্যস্থানে তিনি (আল্লাহ্) বলেছেন, তার প্রতিদান স্বয়ং আমি, যত ইচ্ছা আল্লাহ্ তা'লা বৃদ্ধি করে দিতে পারেন। সাতশ' গুণ বলে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, এর চেয়েও বেশি প্রতিদান হতে পারে। কেননা, রোযাদার নিজের ভেতর এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সৃষ্টি করে আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে এবং এর ওপরে যখন প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য চেষ্টা করে তখন প্রতিদানের এই ধারা অব্যাহত থাকে।

হযরত সালমান (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) শাবান মাসের শেষদিন আমাদের সম্বোধন করে বলেন,"হে লোকসকল! তোমাদের ওপরে এক মহান এবং কল্যাণময় মাস ছায়া করতে যাচ্ছে। তাতে এমন একটি রাত আছে যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। আল্লাহ্ তা'লা এতে (অর্থাৎ এই মাসে) রোযা রাখা ফরয করেছেন। আর এই মাসের রাতগুলোতে ক্বিয়াম বা ইবাদতকে নফল আখ্যা দিয়েছেন। هُوَشَهرٌاَوله رحمةٌ وَاَوسطُهُ مَغفرةٌ وَآخِرُهُ عتقٌ من النار অর্থাৎ, এটি এমন এক মাস যার প্রথম দশক রহমত স্বরূপ (দয়া), মধ্যবর্তী দশক মাগফিরাতস্বরূপ (ক্ষমা) এবং শেষ দশক জাহান্নাম থেকে মুক্তিদানকারী। ... আর যে এতে (অর্থাৎ এই মাসে) কোন রোযাদারকে আহার করায় আল্লাহ্ তা'লা তাকে আমার **হাওযে কওসার** থেকে এমন শরবত (বা পানীয়) পান করাবেন যে, জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্ব তার কখনো তৃষ্ণা পাবে না। **(সহীহ্ ইবনে খাযিমাহ্ কিতাবুস্ সিয়াম, বাব ফাযায়েলি শাহরি রমাযান)**

কাজেই, এখানে এ বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, **প্রথমতঃ** এই মাসের রোযা ফরয বা আবশ্যক। তাই কোন প্রকার অজুহাত করা যাবে না; **দ্বিতীয়তঃ** কেবলমাত্র অভুক্তই থাকবে না বরং

ইবাদতে উন্নতি সাধন করতে হবে। রাতের বেলাও ইবাদতের জন্য দাঁড়াতে হবে; তবেই এসব পুরস্কারের উত্তরাধিকারী হবে। এগুলো অর্জনকারী হবে আর আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুত জান্নাতে প্রবেশকারী হবে।

হযরত সালমান (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) শাবান মাসের শেষদিন আমাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, (এটি সেই রেওয়ায়েতে অতিরিক্ত কিছু অংশ যোগ করা হয়েছে আর তাতে বাড়তি কথাগুলো হল) যে ব্যক্তি রমযান মাসে যে কোন ভালো অভ্যাস রপ্ত করে তাহলে সে সেই ব্যক্তির মত হয়ে যায়, যে এছাড়া অন্যান্য আবশ্যকীয় ইবাদত পূর্বেই করেছে। আর যে ব্যক্তি এই পবিত্র মাসে একটি ফরয ইবাদত করে তার দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায় যে রমযান ছাড়া অন্য সময়ে সত্তরটি ফরয ইবাদত করে। রমযান মাস ধৈর্য ধারণের মাস আর ধৈর্যের পুরস্কার– জান্নাত আর এটি সহানুভূতি ও ভ্রাতৃত্বের মাস। আর এটি এমন এক মাস যখন মু'মিনকে কল্যাণ দান করা হয়। অর্থাৎ ভ্রাতৃত্ব, প্রেম, সহানুভূতি এবং সহমর্মিতার মাস। কাজেই সর্বাবস্থায় ধৈর্যধারণ আবশ্যক; এটি ধৈর্যের মাস। কাজেই, ধৈর্য কীভাবে ধরবে? রোযা রেখে আহারের দিক থেকেও আমরা ধৈর্যধারণ করি; প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার দৃষ্টিকোণ থেকেও আমরা ধৈর্যধারণ করি। মানুষের প্রতিক্রিয়ার বিপরীতে নীরবতা অবলম্বনের মাধ্যমেও আমরা ধৈর্যধারণ করি। নিজেদের অধিকার খর্ব হওয়া সত্ত্বেও নীরবতা পালন করে ধৈর্যধারণ করি। কারণ আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ হচ্ছে, কলহ-বিবাদ করবে না। আর এ মাসে নির্দেশ হল, মানুষের প্রতি সহানুভূতি, সহমর্মিতা আর ক্ষমাসুলভ ব্যবহার করলেই এর (অর্থাৎ রমযান) থেকে সুফল এবং কল্যাণ লাভ করা যাবে। আর এই ধৈর্য এবং সহানুভূতির কল্যাণে, অন্যায়ের বিপরীতে নীরব থাকার কারণে আল্লাহ্ তা'লা আধ্যাত্মিকভাবে উন্নতি দান করার পাশাপাশি জাগতিক রিযিকেও সমৃদ্ধি দান করবেন। যে আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে কোন কাজ করে, আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই স্বয়ং তার তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যান।

হযরত আবু মাসঊদ গিফারী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রমযান (মাস) আরম্ভ হওয়ার পর একদিন মহানবী (সা.)-কে একথা বলতে শুনেছি, **"মানুষ যদি রমযান মাসের ফযিলত বা কল্যাণ সম্পর্কে জানতো তাহলে আমার উম্মত আকাঙ্ক্ষা করতো যাতে সারা বছরই রমযান হয়।"** একথা শুনে বনু খুযা'আ গোত্রের এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী (সা.)! আমাদেরকে রমযান মাসের কল্যাণরাজি সম্পর্কে অবহিত করুন। অতএব, তিনি (সা.) বলেন, **"অবশ্যই জান্নাতকে রমযানের জন্য বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সুসজ্জিত করা হয়। তাই রমযান মাসের প্রথম দিন (আরম্ভ) হলেই আল্লাহ্ তা'লার আরশের পাদদেশে সমীরণ বইতে আরম্ভ করে।"** (আত্তারগীব ওয়া আত্তারহীব, কিতাবুস্ সওম, আত্তারগীব ফী সিয়ামু রমাযানা)

হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'রমযান মাসের প্রথম রাত এলেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সৃষ্টির প্রতি তাকান আর আল্লাহ্ তা'লা কোন বান্দার প্রতি তাকালে তাকে**

আর কখনো শাস্তি দেন না। আর আল্লাহ্ তা'লা প্রতিদিন সহস্র সহস্র এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। যখন রমযান মাসের ২৯তম রাত আসে তখন আল্লাহ্ তা'লা বিগত ২৮ রাতের সমপরিমান লোকদেরকে ক্ষমা করে দেন।' (আত্তারগীব ওয়া আত্তারহীব, কিতাবুস সওম, আত্তারগীব ফী সিয়ামু রমাযান)

এখানে এই হাদীসে **وَإِذَا نَظَرَ اللّٰهُ إِلَى عَبْدٍ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا** এখানে **عَبد** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, পরিপূর্ণ অনুগত, তাঁর প্রতি বিনত এবং তাঁর ইবাদতকারী। তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্) বলেন, যখন আমার বান্দারা এমন হবে, একবার যখন আমি তাদেরকে আপন প্রেমের চাদরে আবৃত করে নিবো তখন আর কোন শত্রু তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ তা'লাও তাঁদেরকে জান্নাতের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করবেন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে প্রকৃত বান্দা হওয়ার তৌফিক দান করুন।

তিবরানী আল্ আওসাতে হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে শুনেছি, তিনি (সা.) বলছিলেন, **রমযান এসে গেছে আর এ (মাসে) জান্নাতের দ্বারগুলো উন্মুক্ত করে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো তালাবদ্ধ করা হয়। আর শয়তানদেরকে এ মাসে শিকলাবদ্ধ করা হয়। সেই ব্যক্তি ধ্বংস হোক যে রমযান মাস পাওয়া সত্ত্বেও ক্ষমা লাভ করে না। আর তাকে রমযানে ক্ষমা লাভ না করা হলে আর কবে ক্ষমা করা হবে?** (আত্তারগীব ওয়া আত্তারহীব, কিতাবুস সওম, আত্তারগীব ফী সিয়ামু রমাযান)

অতএব, এর মাধ্যমে পূর্বোল্লিখিত হাদীসেরও বিশদ ব্যাখ্যা হয়ে গেল যে, এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা এমন সব উপকরণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন যাতে একজন মানুষ আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত আব্দ বা দাসে পরিণত হতে পারে। এরপরও যদি সে প্রকৃত দাসে পরিণত না হয়, রমযান মাস থেকে কল্যাণমণ্ডিত না হয়, তাঁর ইবাদতকারী, তাঁর যাবতীয় আদেশ পালনকারী এবং পূণ্যকর্ম বিস্তারকারী না হয় সেক্ষেত্রে তিনি বলেন, তার জন্য কেবলমাত্র আক্ষেপই করা যেতে পারে। বরং আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেছেন, তার জন্য ধ্বংস! কেননা যাবতীয় উপকরণ এবং আল্লাহ্ তা'লার দয়া সত্ত্বেও সে নিজেকে ক্ষমা লাভ করাতে পারে নি। অতএব, এই ক্ষমা লাভের জন্য হুকুকুল্লাহ্ ও হুকুকুল ঈবাদের (তথা আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য এবং বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের) মান প্রতিষ্ঠা করতে হবে; এগুলো প্রদান করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা এর তৌফিক দিন।

হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, **"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে আত্ম-জিজ্ঞাসা করে রমযানের রোযা রাখে তার অতীতের পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে আর তোমরা যদি জানতে যে, রমযানের কী কী কল্যাণ তবে তোমরা অবশ্যই আকাঙ্ক্ষা করতে যেন সারা বছরই রমযান হয়।"** (আল জামেউস্ সহীহ্ মুসনাদ আল্ ইমামুর রবী বিন হাবীব, কিতাবুস্ সওম, বাব ফী ফাযলি রমাযান)

পূর্বের হাদিসে যে বলা হয়েছিল, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ (মানুষ)কে ক্ষমা করে দিবেন। এখানে আরও সুস্পষ্ট করা হয়েছে যে, রোযা যদি ঈমানের সাথে রাখা হয় (তবে)। রোযাও রাখবে আর (তা)

ঈমানের সাথে রাখবে। রোযার যে অধিকার তা প্রদান করবে, আত্ম-জিজ্ঞাসাও করতে থাকবে, নিজের প্রতিও তাকিয়ে দেখবে। এমন নয় যে, কেবল অন্যের মন্দকর্মের প্রতিই দৃষ্টি দিবে বরং আত্ম-বিশ্লেষণও করতে থাকবে। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ বান্দায় পরিণত হওয়ার চেষ্টা করবে তবেই (রমযানের) কল্যাণরাজি থেকে উপকৃত হবে।

নযর বিন শায়বান বলেন, আমি আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান (রা.)-কে বললাম, আপনি আমাকে এমন কথা বলুন যা আপনি আপনার পিতার কাছ থেকে শুনেছেন আর তিনি রমযান মাস সম্পর্কে তা সরাসরি মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে শুনেছেন। আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, হ্যাঁ; আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) বলেছিলেন, **"আল্লাহ্ তা'লা রমযানে রোযা রাখা তোমাদের জন্য ফরয করেছেন আর আমি তোমাদের জন্য তা প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছি। অতএব, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় এ মাসে রোযা রাখে সে এমনভাবে পাপ মুক্ত হয়ে যায় যেভাবে তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল"** অর্থাৎ একেবারে নিষ্পাপ শিশুর মত। **(সুনান নিসাঈ, কিতাবুস সিয়াম, বাব যিকরু ইখতিলাফি ইয়াহ্য়া বিন আবী কাসীর ওয়ান্নাযরু বিন শায়বানা ফীহি)**

হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **"রোযা ঢালস্বরূপ আর আগুন থেকে সুরক্ষাকারী এক মজবুত দুর্গ স্বরূপ।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪০২ বৈরুত থেকে প্রকাশিত)**

এটি দুর্গস্বরূপ ঠিকই কিন্তু এই ঢালের আড়ালে আর এই দুর্গের অভ্যন্তরে কতদিন পর্যন্ত সুরক্ষা হবে, কতদিন সুরক্ষিত থাকবে; আরেকটি রেওয়ায়েতে তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মিথ্যা কিংবা পরচর্চার মাধ্যমে সেটিকে ভেঙে না ফেলবে। কাজেই, রমযান মাসে রোযার (অন্তর্নিহিত) কল্যাণরাজি তখনই অর্জিত হবে যখন এসব ছোট-খাটো মন্দকর্মের; যার কোন কোনটি বাহ্যত তুচ্ছ মনে হয়, মানুষ সামান্য মনে করে– অর্থাৎ সব ধরনের মন্দকর্মের ইতি না টানবে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর মন্দকর্ম হল মিথ্যাচার; যা মানুষ অনুভব করে না। যদি মিথ্যা বল তাহলে সেই ঢালকে ছিন্ন করছ। পরচর্চা, পরনিন্দা করলে, পিছনে বসে অন্যের কুৎসা করলে এটিও তোমাদের রোযার ঢালকে চূর্ণ করে ফেলবে। সকল আবশ্যকীয় দাবী পূর্ণ করে রোযা রাখলে তবে সেটি হবে ঢালস্বরূপ, নতুবা অন্য স্থানে বলেছেন, এমন রোযা তো কেবল অভুক্ত ও পিপাসার্ত থাকার নামান্তর; যা মানুষ সহ্য করে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে রোযার যাবতীয় শর্ত পূর্ণ করে রোযা রাখার তৌফিক দান করুন আর আমরা যেন লৌকিকতাবশে না হয়ে বরং কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে রোযা রাখি। প্রবৃত্তিগত কোন অজুহাত যেন আমাদের রোযা রাখার পথে বাধ না সাধে আর এই মাসে আমাদের ইবাদতকেও যেন সঞ্জীবিত করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা তৌফিক দান করুন।

আর এই রমযানে পুণ্যের পথে চলার সময় এই দোয়া করতে থাকা উচিত যে, রমযান (মাস) শেষ হওয়ার সাথে সাথে পুণ্যকর্মও যেন শেষ না হয়ে যায় বরং তা যেন সর্বদা আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায়। আর আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যেন আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়দের অন্তর্ভুক্ত হয়; তাঁর ভালোবাসা অর্জনকারী হয় আর তাঁর করুণাদৃষ্টি যেন সর্বদা আমাদের প্রতি বর্ষিত হতে থাকে। আর এই রমযান যেন আমাদের জন্য, জামাতের জন্য অসাধারণ বিজয় বয়ে আনে– আল্লাহ্‌র কাছে (আমাদের) দোয়া, এমনটিই যেন হয়।

এখন আমি যুক্তরাজ্য জামাতের উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে কিছু কথা বলতে চাই। বিগত দিনে আমি কয়েকটি শহর সফর করেছি; যার মধ্যে বার্মিংহামের মসজিদের উদ্বোধনও হয়েছে; ব্র্যাডফোর্ডের মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর রাখা হয়েছে। পাহাড়ের চূড়ায় খুব সুন্দর একটি জায়গায় তারা প্লট নিয়েছে, (যেখান থেকে) নিচের দিকে পুরো শহর দেখা যায়। (যদিও) প্লটটি ততটা বড় নয় কিন্তু আশা করা যায় নির্মাণের পরে এখানে যথেষ্ট নামাযির সংকুলান হবে। তারা বেশিরভাগ অংশই ব্যবহার করবে। এরপর হার্টলিপুল মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছি। এটিও খুব সুন্দর জায়গা কিন্তু এখানে জামাত ছোট, তবে এখন সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এখানে কয়েকজন স্থানীয় মানুষ (আহমদী) ছিল। এ্যাসাইলেম গ্রহণকারীরাও এখন সেখানে গিয়েছে কিন্তু তাদের এখনও বিশেষ কোন আয়-রোজগার নেই। আর তারা মসজিদ বানাবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। মসজিদের নকশা, মূল পরিকল্পনা খুবই সুন্দর। প্রয়াত ডাক্তার হামীদ খান সাহেব সেখানে মসজিদ নির্মাণের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। প্লট ইত্যাদি নেয়ার ক্ষেত্রে তাঁর যথেষ্ট অবদান ও সহযোগিতা ছিল। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি এ জন্য চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। এবার আমি যখন সেখানে জিজ্ঞেস করলাম, মসজিদ নির্মাণ করছেন। অর্থস্বল্পতার কারণে তারা এর নকশা ছোট করতে চাচ্ছিলেন। আমি তাদেরকে বললাম, অর্থের কারণে নকশা ছোট করবেন না। আল্লাহ্ তা'লা সাহায্য করবেন; ইনশাআল্লাহ্।

কিন্তু আমীর সাহেব সফরের সময় আমাকে বলেন, কোন এক সময় মজলিস আনসারুল্লাহ্ যুক্তরাজ্য (স্মৃতি থেকেই বলেছিলেন। সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলেন নি। এখন জানি না এখনও সুনির্দিষ্ট করেছেন কিনা) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র কাছে এই অঙ্গীকার করেছিল যে, হার্টলিপুলে আমরা, আনসারুল্লাহ্ (সংগঠন) মসজিদ নির্মাণ করব। যদি করে থাকেন তবে ঠিক আছে; এখন তা পূর্ণ করুন। আর যদি নাও করে থাকেন তবে এখন আমি এই কাজ মজলিস আনসারুল্লাহ্, যুক্তরাজ্যের হাতে সোপর্দ করছি; তারা সেখানে স্থানীয় আহমদীদের যথাসাধ্য সাহায্য করবে, ইনশাআল্লাহ্। আর প্রকৃত নকশা অনুযায়ী মসজিদ নির্মাণ করতে হবে। এই মসজিদ নির্মাণে প্রায় পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হবে। আনসারুল্লাহ্ কীভাবে এই কাজ সমাধা করবেন সে লক্ষ্যে নিজস্ব পরিকল্পনা করুন আর কোমর বেঁধে কাজে নেমে পড়ুন। মোটকথা, তাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে। সেখানে জামাত খুবই ছোট্ট।

অতঃপর ব্র্যাডফোর্ডে প্রায় ১.৬ মিলিয়ন বা ১৬ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হবে (যদি আমি সঠিক বলে থাকি আর স্মরণশক্তি ঠিক থাকে)। সেখানে বেশ বড় মসজিদ নির্মিত হবে। যদিও সেখানে অনেক ব্যবসায়ী আছেন আর আমি আশা করি, তারা তাদের উপায় উপকরণ দ্রুততম সময়ে একত্রিত করে মসজিদ নির্মাণ সম্পন্ন করবেন কিন্তু সামান্য শৈথিল্যও দেখা দিতে পারে। অনেকে অঙ্গীকার করলেও তা পূর্ণ করতে পারে না। কিছু অপারগতা দেখা দেয়। কাজেই, তাদেরকে সহযোগিতার দায়িত্ব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্, যুক্তরাজ্যের ওপরে ন্যস্ত করছি; তারাও যেন তাদেরকে সহযোগিতা করে আর আমি আশাবাদী যে, এটি এই অঞ্চলের একটি বিরাট জামাত হওয়ার এবং জামাত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা মোতাবেক বিস্তৃতির কারণ হবে। এ উদ্দেশ্যে তারাও যেন সেখানে অংশগ্রহণ করে আর লাজনারা সর্বদাই কুরবানী করে আসছে। এখানে বাইতুল ফযল রয়েছে, এর জন্যও লাজনারাই অর্থ সংগ্রহ করেছিল; যা প্রথমে বার্লিন মসজিদের জন্য ছিল কিন্তু পরবর্তীতে বাইতুল ফযল নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই লাজনা ইমাইল্লাহ্ যুক্তরাজ্যকে এক্ষেত্রে চেষ্টা করা উচিত কেননা, আমি চাই এই দু'টি মসজিদের নির্মান কাজ যেন এক বছরের মধ্যেই সম্পন্ন হয়ে যায়, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ্ তা'লা তৌফিক দান করুন। এই রমযানে দোয়া এবং কুরবানীর প্রেরণা ও স্পৃহা নিয়ে এদিকে দৃষ্টি দিন এবং চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে তৌফিক দান করুন। (আমীন)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)